

সূরা ৫০ : কা'ফ, মাক্কী

৫০ - سورة ق، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৫, রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ٤٥، رُكُوعَاتُهَا : ٣)

### মুফাসসাল সূরার শুরু

যেসব সূরাকে মুফাসসাল সূরা বলা হয় ওগুলির মধ্যে সূরা কা'ফই প্রথম। তবে একটি উক্তি এও আছে যে, মুফাসসাল সূরাগুলি সূরা হুজুরাত হতে শুরু হয়েছে। সর্ব-সাধারণের মধ্যে এটা যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, মুফাসসাল সূরাগুলি সূরা নাজম (৭৮ নং) হতে শুরু হয় এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। গ্রহণযোগ্য আলেমদের কেহই এর উক্তিকারী নন। আউস (ইব্ন হুযাইফা) (রহঃ) বলেন : আমি সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম : আপনারা কুরআন কারীমকে কিভাবে ভাগ করতেন? তাঁরা উত্তরে বললেন : 'আমাদের ভাগ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

প্রথম ৩টি সূরার একটি মনযিল, তারপর ৫টি সূরার এক মনযিল, এরপর ৭টি সূরার এক মনযিল, তারপর ৯টি সূরার এক মনযিল, অতঃপর ১১টি সূরার এক মনযিল এবং এরপর ১৩টি সূরার এক মনযিল আর শেষে মুফাসসাল সূরাগুলির এক মনযিল।' (আবু দাউদ ২/১১৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৭, আহমাদ ৪/৯) সুতরাং প্রথম ছয় মনযিলে মোট সূরা হচ্ছে আটচল্লিশটি। তারপর মুফাসসালের সমস্ত সূরার একটি মনযিল হল। আর এই মনযিলের প্রথমই সূরা কা'ফ রয়েছে। নিয়মিতভাবে গণনা নিম্নরূপ :

প্রথম মনযিলের তিনটি সূরা হল : সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা। দ্বিতীয় মনযিলের পাঁচটি সূরা হল : সূরা মায়িদাহ, সূরা আনআ'ম, সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল এবং সূরা বারাত (তাওবাহ)। তৃতীয় মনযিলের সাতটি সূরা হচ্ছে : সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর এবং সূরা নাহল। চতুর্থ মনযিলের নয়টি সূরা হল : সূরা সুবহান (ইসরা), সূরা কাহফ, সূরা মারইয়াম, সূরা তা-হা, সূরা আশিয়া, সূরা হাজ্জ, সূরা মু'মিনুন, সূরা নূর এবং সূরা ফুরকান। পঞ্চম মনযিলের এগারটি সূরা হচ্ছে : সূরা শুআ'রা, সূরা নামল, সূরা কাসাস, সূরা আনকাবূত, সূরা রুম, সূরা লোকমান, সূরা আলিফ-লাম-মীম-আস্‌সাজদাহ, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির এবং সূরা ইয়াসীন। ষষ্ঠ মনযিলের তেরোটি সূরা হল : সূরা আস-সাফফাত, সূরা সা'দ, সূরা যুমার, সূরা গাফির, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ (ফুসসিলাত), সূরা শুরা, সূরা যুখরুফ,

সূরা দুখান, সূরা জাসিয়াহ, সূরা আহকাফ, সূরা কিতাল (মুহাম্মাদ), সূরা ফাতহ এবং সূরা হুজুরাত। তারপর শেষের মুফাসসাল সূরাগুলির মনযিল, যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন এবং এটা সূরা কা'ফ হতেই শুরু হয়েছে যা আমরা বলেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

## সূরা 'কাফ' এর মর্যাদা

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবু ওয়াকিদ লাইসীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : 'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পড়তেন?' উত্তরে তিনি বলেন : 'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা কা'ফ এবং সূরা ইকতারাবাত (কামার) পাঠ করতেন।' (আহমাদ ৫/২১৭, মুসলিম ২/৬০৭, আবু দাউদ ১/৬৮৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ১৮৩; ইব্ন মাজাহ ১/৪০৮)

উম্মে হিশাম বিন্ত হারিসাহ (রাঃ) বলেন : 'দুই বছর অথবা এক বছর ও কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের একটিই চুল্লী ছিল। আমি সূরা কা'ফ-ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করেছিলাম। কেননা প্রত্যেক জুমু'আর দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর দাঁড়াতে তখন এই সূরাটি তিনি তিলাওয়াত করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৫, আহমাদ ৬/৪৩৫)

ইমাম আবু দাউদ ও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারিস ইব্ন নূমানের (রহঃ) মেয়ে বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শুক্রবার খুতবা দেয়ার সময় যে সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন তা শুনে আমি সূরাটি মুখস্থ করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের রান্না করার একই চুল্লি ছিল। (মুসলিম ২/৫৯৫, আবু দাউদ ১/৬৬০, নাসাঈ ৩/১০৭) মোট কথা, বড় বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ ও জুমু'আয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরাটি পাঠ করতেন। কেননা এর মধ্যে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আব্বাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। কাফ, শপথ কুরআনের তুমি অবশ্যই সতর্ককারী।	۱. ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ
২। কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে এবং বলে : এটাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার।	۲. بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ
৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত!	۳. أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
৪। আমি তো জানি, মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।	۴. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ
৫। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দৌল্যমান।	۵. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ

ق হ্রস্বে হিজার মধ্যে একটি হরফ বা অক্ষর যেগুলি সূরাসমূহের প্রথমে

এসে থাকে। যেমন 'হম' 'টস' 'স' 'ন' 'ম' ইত্যাদি। আমরা এগুলির পূর্ণ  
ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে  
পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

## অহী এবং বিচার দিবস সম্পর্কে কাফিরদের বিস্ময় বোধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ শপথ প্রশংসিত কুরআনের। আল্লাহ তা'আলা ঐ মহাসম্মানিত কুরআনের শপথ করে এ সূরাটি শুরু করেন। অন্যত্র তিনি কুরআন সম্পর্কে বলেন :

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪২)

صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। (সূরা সাদ, ৩৮ : ১-২)

এই কসমের জবাব হল কসমের পরবর্তী কালামের বিষয় অর্থাৎ নাবুওয়াত এবং দ্বিতীয় বারের জীবনকে সাব্যস্ত করণ, যদিও শব্দ দ্বারা এটা বলা হয়নি। এরূপ কসমের জবাব কুরআন কারীমে বহু রয়েছে। যেমন সূরা সা'দ এর শুরুতে এটা বর্ণিত হয়েছে। এখানেও ঐরূপ হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলে : এটাতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার! অর্থাৎ তারা এ দেখে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হয়ে গেল! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ...

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে চান রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে যাকে চান রাসূল রূপে মনোনীত করেন। এরই সাথে এটাও বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকেও বিস্ময়ের

দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলেছে : **أَنذَأْ مَتْنًا وَكُنَّا تَرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ** : আমরা যখন মরে যাব এবং আমাদের মৃতদেহ গলে পচে মৃত্তিকায় পরিণত হবে, এরপরেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ** মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তাতো আমি জানি। অর্থাৎ তাদের মৃতদেহের অণু-পরমাণু মাটির কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকেনা। আমার নিকট যে রক্ষিত পুস্তক রয়েছে তাতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : তাদের গোশত, চামড়া, হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এটাকে অসম্ভব মনে করার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করছেন যে, তারা আসলে তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর যারা এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাল বোধশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়। **مَرِجٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, অস্থির, প্রত্যাখ্যানকারী এবং মিশ্রণ। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে :

**إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَّ أَفَكٌ**

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৮-৯)

৬। তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?

٦. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

৭। আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি

٧. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا

পর্বতমালা এবং ওতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্ব প্রকার উদ্ভিদ -	فِيهَا رَوَاسِي وَأُنْبِتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
৮। আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।	۸. تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ
৯। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও উদ্গত করি শস্য।	۹. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبِتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
১০। ও সমুন্নত খজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর -	۱۰. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
১১। আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ; আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।	۱۱. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ

## পুনরুত্থানের চেয়েও আল্লাহর সৃষ্টিসমূহে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন

এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ ওর চেয়েও নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেন : তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, ওর নির্মাণ কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল



## لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭) আর একটি আয়াতে রয়েছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ تَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তার আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৩৯)

<p>১২। তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাসস ও সামুদ সম্প্রদায় -</p>	<p>۱۲. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ</p>
<p>১৩। আদ, ফির'আউন ও লূত সম্প্রদায়।</p>	<p>۱۳. وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ</p>
<p>১৪। এবং আইকাহর অধিবাসী ও তুকা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি</p>	<p>۱۴. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبُعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ</p>



আপতিত হয়েছে।	
১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে?	<p>١٥. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ</p>

## কুরাইশদেরকে তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণগুলি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলা মাক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করছেন যা তাদের পূর্বে তাদের মত মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের উপর আপতিত হয়েছিল। যেমন নূহের (আঃ) কাওম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং আসহাবুর রাস্স, যাদের পূর্ণ ঘটনা সূরা ফুরকানের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর ছামূদ, 'আদ, ফির'আউন এবং লূতের (আঃ) সম্প্রদায়, যাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঐ যমীনকে আল্লাহ পাঁচা কাদায় পরিণত করেছেন। এসব ছিল তাদের কুফরী, ঔদ্ধত্য এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণেরই ফল। আসহাবে আইকাহ দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে এবং কাওমু তুবা দ্বারা ইয়ামানীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরা দুখানে তাদের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীর করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। এসব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। তাই তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন রাসূলকে (আঃ) অস্বীকারকারী যেন সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকারকারী। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

নূহের (আঃ) কাওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করে। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১০৫)

অথচ তাদের নিকটতো শুধু নূহই (আঃ) আগমন করেছিলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা এমনই ছিল যে, যদি তাদের নিকট সমস্ত রাসূলও আসতেন তবুও তারা সকলকেই অবিশ্বাস করত। তাদের কৃতকর্মের ফল হিসাবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। অতএব মাক্কাবাসী এবং অন্যান্য সম্বোধনকৃত লোকদেরও সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, এই নাবীকে

অস্বীকার করা পরিত্যাগ করা উচিত। নচেৎ হয়তো ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হবে।

## নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় রূপ দেয়া সহজ

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে? প্রথমবার সৃষ্টি করা হতেতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুব সহজই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৭) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে : অস্তিত্বে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল : ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৮-৭৯)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আদম-সন্তান আমাকে কটাক্ষ করে। সে বলে, আল্লাহ আমাকে পুনর্বার কখনই সৃষ্টি করতে পারবেননা। অবশ্যই আমার কাছে প্রথমবার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বারে সৃষ্টি করার চেয়ে মোটেই সহজ নয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬১১)

১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রকৃতি তাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তা আমি জানি। আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমলী অপেক্ষাও নিকটতর।

۱۶. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَحَنُّنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ

	الْوَرِيدِ
১৭। স্মরণ রেখ, দুই মালাইকা/ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে।	۱۷. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত গ্রহণী রয়েছে।	۱۸. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
১৯। মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটা হতেই তোমরা অব্যাহিত চেয়ে আসছ।	۱۹. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
২০। আর শিৎগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ওটাই সেই ভয় প্রদর্শনের দিন।	۲۰. وَتُفْعَخُ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সাথে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী।	۲۱. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَاقِقٌ وَشَهِيدٌ
২২। তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রথর।	۲۲. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

## আল্লাহ তা'আলা সকলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি মানুষের মনে যে ভাল-মন্দ ধারণার উদ্বেক হয় সেটাও তিনি জানেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমার উম্মাতের অন্তরে যে ধারণা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না তা তাদের মুখ দিয়ে বের হয় অথবা কাজে বাস্তবায়িত করে।' মহান আল্লাহ বলেন :

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। অর্থাৎ তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণ। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহর ইল্ম বা জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাতে 'মিলন' ও 'একত্রিত হওয়া' অবশ্যসম্ভাবী হয়ে না পড়ে যা হতে তাঁর পবিত্র সত্তা বহু উর্ধ্বে রয়েছে এবং তিনি এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু শাদ্বিক চাহিদা এটা নয়। কেননা এখানে الْوَرِيدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ এ কথা বলা হয়নি যে, 'আমি' তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে, বরং বলা হয়েছে 'আমরা' তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটকারীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ

'আমরা' তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৮৫) এর দ্বারাও মালাইকা/ফেরেশতাদের তার এরূপ নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমরা' যিক্র (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফায়তকারী। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯) মালাইকা/ফেরেশতারা ই কুরআন কারীমকে নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং এখানেও মালাইকার এরূপ নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। এর উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭) সুতরাং মানুষের উপর মালাইকারও প্রভাব থাকে এবং শাইতানেরও প্রভাব থাকে। শাইতান মানুষের দেহের মধ্যে রক্তের মত চলাফিরা

করে। যেমন আল্লাহর সত্যবাদী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। এ জন্যই এর পরেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ দু'জন মালাক/ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০-১২)

হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা মানুষের ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করেন। (তাবারী ২২/৩৪৫)

বিলাল ইব্ন হারিস আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় সাওয়াব বলে মনে করেনা, কিন্তু আল্লাহ ওরই কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যেটাকে সে তেমন কোন বড় পাপ বলে মনে করেনা, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ স্বীয় সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন।’ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ৩/৪৬৯, তিরমিযী ৬/৬১০, নাসাঈ ২/৫৫৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১২) আলকামা (রহঃ) বলেন : ‘এ হাদীসটি আমাকে বহু কথা হতে বাঁচিয়ে দিয়েছে।’

**‘মৃত্যু যন্ত্রণা, শিংগায় ফুঁক দেয়া এবং হাশরের মাইদানে একত্রিত করা’ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে**

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ হে মানুষ! মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। ঐ সময় ঐ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যাতে তুমি এখন জড়িয়ে পড়েছ। ঐ সময় তোমাকে বলা হবে : ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ

تَحِيدُ এটা ওটাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ। এখন ওটা এসে গেছে। তুমি ওটা হতে কোনক্রমেই পরিভ্রাণ পাবেনা। না তুমি এটাকে রোধ করতে পারবে, না পারবে এর সাথে মুকাবিলা করতে, আর না তোমার ব্যাপারে কারও কোন সাহায্য ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তখন তিনি চেহারা মুবারক হতে ঘাম মুছতে মুছতে বলেন : 'সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা!' (ফাতহুল বারী ১১/৩৬৯)

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হল : তুমি যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কিংবা দূরে থাকতে চেষ্টা করছ তা এখন তোমার কাছে এসে গেছে এবং তোমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে : এ থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়ার কিংবা নির্বারিত করার সময় শেষ হয়ে গেছে।

সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত ঐ খেঁকশিয়ালের মত যার কাছে যমীন তার ঋণ চাইলো, তখন সে পালাতে শুরু করল। পালাতে পালাতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন নিজের গর্তে প্রবেশ করল। যেহেতু যমীন সেখানেও ছিল সেহেতু ঐ যমীন তাকে বলল : 'ওরে খেঁকশিয়াল! তুই আমার ঋণ পরিশোধ কর।' তখন সে সেখান হতে আবার পালাতে শুরু করল। অবশেষে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো।' মোট কথা, ঐ খেঁকশিয়াল যেমন যমীন হতে পালানোর রাস্তা পায়নি, অনুরূপভাবে মানুষেরও মৃত্যুর হাত হতে পালানোর রাস্তা বন্ধ। (তাবারানী ৭/২২২)

এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস গত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি কিরূপে শান্তি ও আরাম পেতে পারি, অথচ শিংগায় ফুৎকার দানকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়ে রয়েছেন এবং গ্রীবা ঝুঁকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন তিনি (আল্লাহ) নির্দেশ দিবেন! সাহাবীগণ (রাঃ) আরয় করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বল : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। অর্থাৎ একজন মালাক তাকে আল্লাহ তা'আলার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং অপরজন তার কর্মের সাক্ষ্য দিবেন। প্রকাশ্য আয়াততো এটাই এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২২/৩৪৭) ইয়াহইয়া ইব্ন রাফী বলেন : উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন : 'একজন চালক তাকে হাশরের মাইদানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং একজন সাক্ষী তার কর্মের সাক্ষ্য দিবেন।' (তাবারী ২২/৩৪৭) মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছে। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর। এ কথা প্রত্যেকেই বলা হবে যে, 'তুমি এই দিন হতে উদাসীন ছিলে। কেননা কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণভাবে খুলে যাবে। কাফিরেরাও সেদিন সবকিছু পরিস্কারভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু তাদের জন্য তা কোন উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَسْمِعْ يَوْمَ وَأُبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৮) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২)

২৩। তার সঙ্গী মালাক বলবে : এইতো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত।

۲۳. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٌ

<p>২৪। আদেশ করা হবে : তোমরা উভয়েই নিষ্কেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে -</p>	<p>٢٤. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ</p>
<p>২৫। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে -</p>	<p>٢٥. مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ</p>
<p>২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিষ্কেপ কর।</p>	<p>٢٦. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ</p>
<p>২৭। তার সহচর শাইতান বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।</p>	<p>٢٧. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ</p>
<p>২৮। আল্লাহ বলবেন : আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করনা; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করেছি।</p>	<p>٢٨. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ</p>
<p>২৯। আমার কথার রদ বদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা।</p>	<p>٢٩. مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ</p>



## মালাইকার সাক্ষ্য প্রদান এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে মালাক আদম সন্তানের আমলের উপর নিযুক্ত রয়েছে সে কিয়ামাতের দিন তার আমলের সাক্ষ্যদান করবে। সে বলবে : هَذَا مَا لَدَيَّ এইতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত। এতে একটুও কম-বেশি করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের মধ্যে ফাইসালা করবেন। الْقِيَا শব্দটি দ্বিবাচনের রূপ। বাহ্যতঃ এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সম্বোধন উপরোক্ত দু'জন মালাক/ফেরেশতার প্রতি হবে। হাঁকিয়ে আনয়নকারী মালাক/ফেরেশতা তাকে হিসাবের জন্য পেশ করবেন এবং সাক্ষ্যদানকারী মালাইকা সাক্ষ্য দিয়ে দিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন :

تَوَمَّرَا دُوْجَن تَاكَ جَاهَنَّاَمَ آءُؤْنَه نِيْكَسَپ كَر। কত জঘন্য ঐ স্থান। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন!

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন : কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, অপব্যয়কারী, সন্দেহ পোষণকারী, অসত্য ও কঠোর ভাষী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী লোককে কঠিন শাস্তিতে নিষ্ক্ষেপ কর।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম স্বীয় ঘাড় উঁচু করে হাশরের মাইদানের সমস্ত লোককে গুনিবে বলবে : 'আমি তিন প্রকারের লোকের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। (এক) উদ্ধৃত ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীর জন্য, (দুই) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীর জন্য এবং (তিন) ছবি তৈরীকারীর জন্য।' অতঃপর জাহান্নাম এসব লোকদের কাছে যাবে এবং তাদেরকে জড়িয়ে ধরে ওর গর্ভে নিষ্ক্ষেপ করবে। (আহমাদ ৩/৪০)

## আল্লাহর সম্মুখে মানুষ এবং শাইতানের বিতর্ক

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : তার সহচর অর্থাৎ শাইতান বলবে, رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ হে আমার রাব্ব! আমি

তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। বাতিলকে সে স্বয়ং গ্রহণ করেছিল। সে নিজেই সত্যের বিরোধী ছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ  
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ  
فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوْأَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا  
أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ  
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে : আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২২) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি মানুষ ও তার সঙ্গী শাইতানকে বলবেন :

فَإِلَّا تَخْتِصِمُوا لَدَيَّ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করনা, কেননা আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ আমি রাসূলদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম। আর তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণাদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, জেনে রেখ যে, مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ আমার কথার রদবদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করব।

<p>৩০। সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব : তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে : আরও আছে কি?</p>	<p>۳۰. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ</p>
<p>৩১। আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটস্থ করা হবে - কোন দূরত্ব থাকবেনা।</p>	<p>۳۱. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ</p>
<p>৩২। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল - প্রত্যেক আল্লাহর অনুরাগী, হিফাযতকারীর জন্য।</p>	<p>۳۲. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ</p>
<p>৩৩। যারা না দেখেই দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিন্তে উপস্থিত হয় -</p>	<p>۳۳. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ</p>
<p>৩৪। তাদেরকে বলা হবে : শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন।</p>	<p>۳۴. أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ</p>
<p>৩৫। সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।</p>	<p>۳۵. هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ</p>

### জান্নাত-জাহান্নাম এবং উহার অধিবাসীদের বর্ণনা

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ওকে পূর্ণ করবেন। কিয়ামাতের দিন যে সমস্ত দানব ও মানব ওর যোগ্য হবে তাদেরকে

ওর মধ্যে নিষ্কেপ করা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওকে জিজ্ঞেস করবেন : 'তুমি পূর্ণ হয়েছ কি?' উত্তরে জাহান্নাম বলবে : 'যদি আরও কিছু পাপী বাকী থাকে তাহলে তাদেরকেও আমার মধ্যে নিষ্কেপ করুন!' এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে : তুমি পূর্ণ হয়েছ কি? সে উত্তরে বলবে : আরও কিছু আছে কি? অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জাহান্নামের মুখে তাঁর পা রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে : যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! আর জান্নাতে তখনও জায়গা ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে ঐ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (আহমাদ ৩/২৩৪, মুসলিম ৪/২১৭৮, ২১৮৮)

### জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একবার জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন হয়। জাহান্নাম বলে : 'আমার কি হল যে, প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' আর জান্নাত বলে : 'আমার অবস্থা এই যে, যারা দুর্বল লোক, যাদেরকে দুনিয়ায় সম্মানিত মনে করা হতনা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে।' আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলেন : 'তুমি আমার রাহমাত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই রাহমাত দান করব।' আর জাহান্নামকে তিনি বলবেন : 'তুমি আমার শাস্তি। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করব। তবে হ্যাঁ, তোমরা উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।' তবে জাহান্নামতো পূর্ণ হবেনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পা ওতে রাখবেন। তখন সে বলবে : 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।' ঐ সময় ওটা ভরে যাবে এবং ওর সমস্ত প্রাপ্ত পরস্পর মিলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের কারও প্রতি কোন যুল্ম করবেননা। আর জান্নাতে তখনো জায়গা ফাঁকা থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে ঐ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন যা দূরে নয়। কেননা যার আগমন নিশ্চিত সেটাকে দূরে মনে করা হয়না। কাতাদাহ (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতকে মু'মিনদের খুব কাছে নিয়ে আসা হবে। (তাবারী ২২/৩৬৩)

এবং غَيْرَ بَعِيدٍ এর অর্থ হচ্ছে ইহা ঘটবে বিচার দিবসে, যা খুব দূরে নয়। নিশ্চয়ই সবাই ঐ দিনের ভয়াবহতার সম্মুখীন হবে এবং এর মুকাবিলা করতে বাধ্য হবে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সাথে কোন শিরক না করে কিয়ামাত দিবসে বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়, তাদেরকে বলা হবে : শান্তির সাথে তোমরা ওতে (অর্থাৎ জান্নাতে) প্রবেশ কর। হাদীসে আছে যে, ঐ ব্যক্তিও কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহর সমস্ত শাস্তি হতে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। (ফাতহুল বারী ২/১৬৮) আল্লাহর মালাইকা তাদেরকে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করবেন।

এটা অনন্তকালের জীবন অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য, যেখানে কখনও মৃত্যু হবেনা, যেখান হতে কখনও বের করে দেয়ার কোন আশংকা থাকবেনা এবং স্থানান্তরও করা হবেনা। আল্লাহ বলেন :

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا তাদের কাছে এনে উপস্থিত করা হবে যা তারা কামনা করবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ‘আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক।’ যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

‘যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আরও অধিক রয়েছে।’ (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬)

সুহাইব ইব্ন সিনান আর রুমী (রহঃ) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার দর্শন। (মুসলিম ১/১৬৩)

৩৬। আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। পরে তাদের অন্য

۳۶. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ

কোন আশ্রয়স্থল রইলনা।	
৩৭। এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিন্তে।	<p>۳۷. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ</p>
৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।	<p>۳۸. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ</p>
৩৯। অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।	<p>۳۹. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ</p>
৪০। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও।	<p>۴۰. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ</p>

কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং রাসূলকে (সাঃ)  
সালাত ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ

ইরশাদ হচ্ছে : এই কাফিরেরা কতটুকু ক্ষমতা রাখে? এদের পূর্বে এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক লোকদের এই অপরাধের কারণেই

আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শহরে বহু ইমারাত তৈরী করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠে তারা দীর্ঘ সফর করত। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : পৃথিবীতে সর্বত্র তারা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। (তাবারী ২২/৩৭১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা তোমাদের চেয়েও অনেক দীর্ঘ সফর করত এবং জীবিকার জন্য তারা বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য ঘুরে বেড়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে পালিয়ে বেড়ানো কিংবা অন্য কোথাও যাবার ঠিকানা কি তাদের রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা যা সংগ্রহ করেছে তার প্রতিদান কি তারা পরিবর্তন করতে পারবে? না, কখনও না। তোমরা কোথাও তোমাদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবেনা। না পারবে তা এড়িয়ে যেতে, আর না পাবে কোন আশ্রয় স্থল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى এটা হল তোমাদের জন্য সতর্কীকরণ যাতে তোমরা সাবধান হও। لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ এই নাসীহাত তাদেরই জন্য যাদের বুঝার মত হৃদয় আছে। মুজাহিদ (রহঃ) أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ এর অর্থ করেছেন : সে মন দিয়ে শোনে, বুঝতে চেষ্টা করে এবং তা মনে চলার উদ্যোগ নেয়। সে নিজে নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেয়না, বরং যা বলা হয় তা কান দিয়ে শোনে। (তাবারী ২২/৩৭৩) যাহ্বাক (রহঃ) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : আরাবরা বলে থাকে যে, কেহ তার কথা কানে কান লাগিয়ে শুনেছে যখন তার অন্তরও সেখানে উপস্থিত ছিল। শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে এবং এতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। এতেও এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। কেননা এত বড় মাখলুককে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মৃতকে পুনর্জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলত যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

আর ঐ সপ্তম দিনটি ছিল শনিবার। এ জন্য ঐ দিনকে তার ছুটির দিন বলে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লাস্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? কারণ কোন ক্লাস্তি, অবসন্নতা কিংবা ঘুম তাকে স্পর্শ করেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ  
بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩) আর যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আর এক আয়াতে বলেন :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ  
মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا  
তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ২৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۚ হে নাবী! তারা তোমাকে যা বলে তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়োনা বরং ধৈর্যধারণ কর, তাদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মি'রাজের পূর্বে ফাজরের ও আসরের সালাত ফারয ছিল এবং রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর উম্মাতের উপর এক বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাত ওয়াজিব থাকে। পরে তাঁর উম্মাতের উপর হতে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয হয়, যেগুলির মধ্যে ফাজর ও আসরের নাম যেমন ছিল তেমনই থাকে।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমরা (একদা) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের



চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন : ‘তোমাদেরকে তোমাদের রবের সামনে হাযির করা হবে এবং তাঁকে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে এই চাঁদকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছেনা। সুতরাং তোমরা অবশ্যই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতকে কখনও ত্যাগ করবেনা।’ অতঃপর তিনি ... **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।’ (আহমাদ ৪/৩৬৫, ফাতহুল বারী ৮/৪৬২, মুসলিম ১/৪৩৯, আবু দাউদ ৫/৯৭, তিরমিযী ৭/২৬৫, নাসাঈ ৬/৪৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/৬৩) এছাড়া সুনানের লেখকগণও ইসমাঈলের (রহঃ) রিওয়ায়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে আরও বলেন :

**وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ** রাতেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্য আয়াতে বলেন :

**وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا**

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কয়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাক্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯)

ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, **أَذْبَارُ السُّجُودِ** দ্বারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে সালাতের পরে তাসবীহ পাঠকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৩৮১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধনী লোকেরাতো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি‘আমাত লাভ করে ফেলেছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : ‘কিছুপে?’ তাঁরা জবাবে বললেন : আমাদের মত তাঁরাও সালাত আদায় করেন ও সিয়াম পালন করেন। কিন্তু তাঁরা দান-খাইরাত করেন যা আমরা করতে পারিনা এবং তাঁরা গোলাম আযাদ করেন, আমরা তা করতে সমর্থ হইনা।’ তিনি তখন তাদেরকে বললেন : ‘এসো, আমি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিই যা তোমরা করলে তোমরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হয়ে যাবে, তোমাদের উপর কেহই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে

পারবেনা। কিন্তু তারাই পারবে যারা তোমাদের মত আমল করবে। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ তেত্রিশবার করে পাঠ করবে।’ কিছু দিন পর তাঁরা আবার এলেন এবং বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধনী ভ্রাতাগণও আমাদের এ আমলের মত আমল করতে শুরু করেছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।’ (ফাতহুল বারী ২/৩৭৮)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা মাগরিবের পরে দুই রাকআত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), হাসান ইবন আলী (রাঃ), ইবন আব্বাস (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আবু উমামাও (রহঃ) এ কথাই বলেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহরও (রহঃ) এটাই উক্তি।

<p>৪১। শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে -</p>	<p>٤١. وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ</p>
<p>৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে মহানাদ, সেই দিনই পুনরুত্থান দিন।</p>	<p>٤٢. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ</p>
<p>৪৩। আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।</p>	<p>٤٣. إِنَّا نَحْنُ حَيُّ - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ</p>
<p>৪৪। যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ব্যস্ত ভ্রম্ভ হয়ে, এই সমবেত সমাবেশ করণ আমার জন্য সহজ।</p>	<p>٤٤. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ</p>

৪৫। তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

٤٥. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذِكْرٌ بِالْقُرْآنِ مَنْ تَخَافُ وَعِيدِ

## কিয়ামাতের বিভিন্ন আলামত বর্ণনার মাধ্যমে হুশিয়ারী

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَوْمَ** **وَاسْتَمِعَ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ**। **يَوْمَ** **جِئْنَا بِالسَّيِّئَةِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ** হে মুহাম্মাদ, তুমি শোন! সেদিন (বিচার দিবসে) এক ঘোষণাকারী নিকটস্থ কোন স্থান থেকে সমবেত জনতাকে ডাক দিয়ে বলবে : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি ওতে প্রাণ দান করেছেন, যা তাঁর সৃষ্টি করার তুলনায় সহজ ছিল। তাঁর কাছেই সমস্ত সৃষ্টিকে ফিরে আসা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনি প্রত্যেকের কাজের ভাল-মন্দের উপর বিচার করে প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে মাখলূকের দেহ সৃষ্টি হতে থাকবে, যেমন মাটিতে পড়ে থাকা বীজ বৃষ্টি বর্ষণের ফলে অংকুরিত হয়। যখন দেহ পূর্ণরূপে গঠিত হবে তখন আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম করবেন। সমস্ত রূহ শিংগার ছিদ্রে থাকবে। ইসরাফীলের (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে রূহগুলি আসমান ও যমীনের মাঝে উড়তে থাকবে। ঐ সময় মহামহিমাবিত আল্লাহ বলবেন : 'আমার ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে চলে যাবে। তখন প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে চলে যাবে এবং যেভাবে বিযক্রিয়া শিরায় শিরায় অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় সেইভাবে ঐ দেহের শিরা উপশিরায় অতিসত্ত্বর রূহ চলে যাবে। শরীরে যেমন নিভূতে বিযক্রিয়া ঘটে তেমনি সবার অগোচরে প্রতিটি আত্মা তার পূর্বের শরীরে প্রবেশ করবে। তাদের উপর পৃথিবী উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'আলার সামনে দৌড়ে দৌড়ে এসে অতি আগ্রহে নত শিরে দাঁড়িয়ে যাবে এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি যা আদেশ করবেন তা যেন তৎক্ষণাৎ পালন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ

তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিরেরা বলবে :  
কঠিন এই দিন। (সূরা কামার, ৫৪ : ৮)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর  
আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান  
করেছিলে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৫২)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সর্বপ্রথম আমার কাবরের যমীন  
ফেটে যাবে।’ (মুসলিম ৪/১৭৮২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ এই সমবেত করণ আমার জন্য সহজ। যেমন  
মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা  
কামার, ৫৪ : ৫০) অন্য আয়াতে রয়েছে :

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنْ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের  
অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৮)

### রাসূলকে (সাঃ) শাস্ত্যনা প্রদান

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ তারা যা বলে তা  
আমি জানি (এতে তুমি মন খরাপ করনা)। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া  
তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯৭-৯৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। অর্থাৎ তুমি তাদেরকে জোরপূর্বক হিদায়াতের উপর আনতে পারনা এবং এরূপ করতে আদিষ্টও নও। মহান আল্লাহ বলেন :

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক পথে চলে আসবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্বতো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৪০) অন্যত্র আছে :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ২১-২২)

অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭২) অন্য এক জায়গায় বলেন :

إِنَّكَ لَا يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬) এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন : 'তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে

আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে ।’  
কাতাদাহ (রহঃ) দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَخَافُ وَعَيْدِكَ وَيَرْجُوا مَوْعُودَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ

হে আল্লাহ! যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার নি'আমাতের  
আশা রাখে, আমাদেরকে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! হে অনুগ্রহশীল, হে  
করুণাময়! (কুরতুবী ১৭/২৯)

সূরা কা'ফ এর তাফসীর সমাপ্ত ।